দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৮

10

একটি হলে শিবির জিতেছে

চাকসু ও পাঁচটি হলে ছাত্র ঐক্যের নিরঙ্কুশ বিজয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য চাকসু ও হল সংসদে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে। চাকসু ২৭টি পদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সব ক'টি আসনেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।

ছয়টি হলের ৫টিতে ছাত্র ঐক্য পূর্ণপ্যানেলে জিতেছে।

এএফ রহমান হলে ছাত্র শিবির ১২টি আসনের সব কটিতে বিজয়ী হয়েছে। এই হলে ছাত্র ঐক্যের মনোনীত ভিপি ২৩ ভোটে ও সাধারণ সম্পাদক মাত্র ২ ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

ছাত্র ঐক্যের প্রার্থী হিসাবে চাকসুর ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ নাজিমুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আজিম উদ্দিন আহমেদ। বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় ভিপি দু হাজার সাত শ ভোটের ব্যবধানে ও জিএস তিন হাজার দুশ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

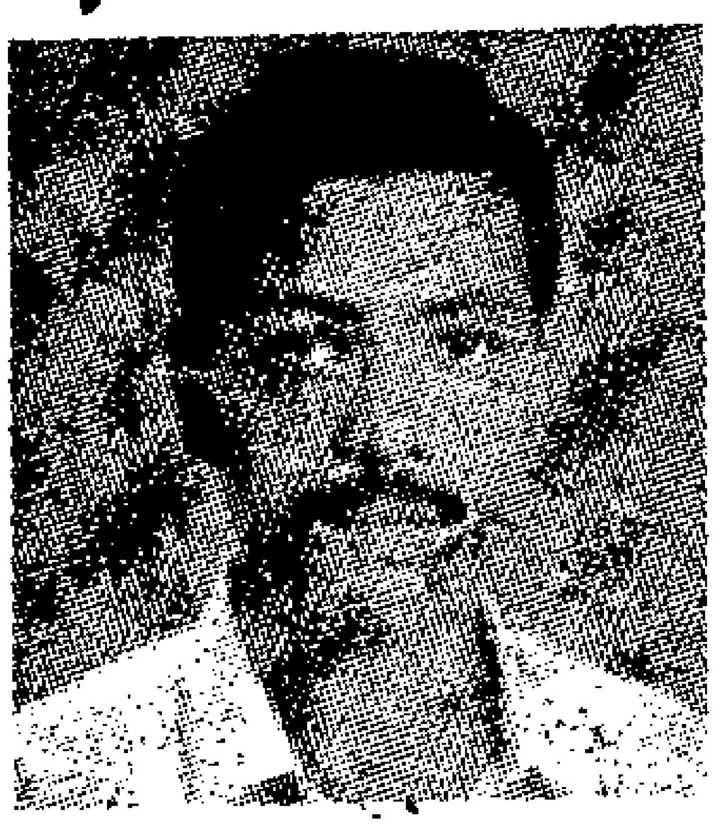

ভিপি –মোঃ নাজিমউদ্দীন

জিএস– আজিম উদ্দীন আহমদ

শামসুন্নাহার হলের ভিপি রুবিনা মাহফুজ শম্পা

শামসুন্নাহার হলের জিএস রুবানা শফি ঝর্ণা

চাকসু ও পাঁচটি হলে ছাত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ মাহবুবুর রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোঃ ফেরদাউস বশির, সাহিত্য সম্পাদক পদে কাজী নজরুল ইসলাম, আপ্যায়ন সম্পাদক পদে মোঃ মামুনুর রশিদ, মিলনায়তন সম্পাদক পদে মোঃ মঈনুল আহসান, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদে কানিজ সায়েমা, বার্ষিকী সম্পাদক পদে সুদীপ্ত দেব, সমাজসেবা সম্পাদক পদে সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোঃ মহীউদ্দীন, সহ-সাহিত্য সম্পাদক পদে মহীউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সহকারী আপ্যায়ন সম্পাদক পদে জাহীদ বিন হুসাইন, সহকারী মিলনায়তন সম্পাদক মোঃ আনামীর হোসেন, সহকারী ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদে জমিলা আখতার, সহকারী বার্ষিকী সম্পাদক পদে মোঃ শাহাবুদ্দিন, সহকারী সমাজসেবা সম্পাদক পদে সর্দার মোঃ জোবায়ের ছাত্র ঐক্যের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন।

সদস্য পদে ছাত্র ঐক্যের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, –রেজাউল করিম, জহির উদ্দিন, তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ কলিম, হোসেন শহীদ মুফতি, মোঃ শাহজাহান, আবুল হোসেন, তারিকুল হক, মোমিনুল হক ও আবদুল হাকিম।

সামসুন্নাহার হলে ভিপি পদে রুবিনা মাহফুজ শম্পা, জিএস পদে রুবানা শফি ঝর্ণা, সোহরাওয়ার্দী হলে ভিপি পদে খসরু দস্তগীর আলম ও জিএস পদে শ্যামল কুমার ধর, শাহজালাল হলে ভিপি পদে জাহাঙ্গীর কবির ও মহিউদ্দিন আহমদ জিএস পদে, শাহ আমানত হলে ভিপি পদে জয়জিৎ কুমার বড়ুয়া ও জিএস পদে জাহিদ হোসেন চৌধুরী, আলাউল হলে ভিপি পদে শাহ আলম ও জিএস পদে মোঃ ইকবাল কবির ছাত্র ঐক্যের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এফ রহমান হলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রার্থী এ কে এম রেজাউল করিম খোন্দকার ও জিএস পদে আজিজুর রহমান জয়যুক্ত হয়েছেন।

এ বিজয়ের খবর পাওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে বিজয়ী মিছিল, আনন্দ মিছিল ও খন্ড মিছিল বেরুতে থাকে।

আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সকালে সর্বপ্রথম বিজয় মিছিল বের হয় শামসুন্নাহার হল থেকে। দুপুর থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা বিজয় মিছিল বের করে এবং শহরের বিপণীবিতান চত্বরে এসে জামায়েত হয় এবং আনন্দ উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে, মিষ্টি বিতরণ করে ও রং ছিটিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

রাউজান-হাটহাজারীসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে আনন্দ মিছিল বের করার খবর পাওয়া গেছে।

আগামী কাল বিকেল ৩টায় শহীদ মিনার থেকে ছাত্র ঐক্যের উদ্যোগে বিজয় মিছিল বের হবে এবং রোববার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিজয় উৎসব পালিত হবে।

এদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে আজ একটি মিছিল বের করে। মিছিলে তাদের শ্লোগান ছিল ছাত্র ঐক্যের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়েছে।

সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিবির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে পারবে না। তারা অবিলম্বে একটি শক্তিশালী নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে কারচুপির ঘটনা তদন্ত করে নিরপেক্ষ রিপোর্ট প্রকাশে দাবী জানিয়েছেন।

এদিকে আজ সন্ধ্যায় বিএনপি ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক মোঃ করিম ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। ছাত্রদল অভিযোগ করেছে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা এ ঘটনার জন্য দায়ী। ছাত্র লীগ (হা-আ) সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও জাতীয় ছাত্র লীগ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের এই বিজয়কে গণতন্ত্রের বিজয় বলে অভিহিত করেছে এবং ছাত্র ঐক্যের পক্ষে সর্বস্তরের ছাত্র সমাজের এ রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কক্সবাজার

চাকসু নির্বাচনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বিজয়ে আজ কক্সবাজারে ছাত্ররা এক বিজয় মিছিল বের করে।